

অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকার বাইরে বই পাঠ্য করা হয়েছে

॥ প্রফুল্ল কুমার ভট্ট ॥

প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সমিতি প্রথম শ্রেণীর জন্য পাঁচটি, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ছটি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য তিনটি করে বই প্রকাশ করেছে।

এসব বইয়ের প্রতিটির দাম লব্ধনিম্ন পাঁচ টাকা থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত।

এসব বই বেশকিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য করা হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়েও এসব বই পাঠ্য করার জন্য ওই সমিতির পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের নির্দেশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর যাতে বেশী চাপ

পড়ি না হয়, সেদিকে খেয়ান রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের পক্ষ থেকে দীর্ঘতসংখ্যক বই পাঠ্য করা হয়েছে। এবছর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব বই বিনামূল্যে বিতরণও করা হয়েছে। যাতে এই শিক্ষান্তের কোন অন্যথা না হয়, সে জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত তালিকা-বহির্ভূত কোন বই ১৯৮৬ সালের জন্য পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে রাখা যাবে না। এই তালিকা-বহির্ভূত কোন পুস্তকই অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে না এবং তা কোন প্রতিষ্ঠানেই পাঠ্য করা যাবে না। যদি কোন বিদ্যালয় অননুমোদিত বই পাঠ্য করে তাহলে ১৯৬১ সালের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জরুরী বিধির ৩০নং অনুচ্ছেদের ৬(২) ধারানুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি বাতিল হতে পারে।

কতৃপক্ষের বক্তব্য

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, তিনিও এ ধরনের অভিযোগ পেয়েছেন। যদি কোথাও অননুমোদিত বই পাঠ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে (শেষ পৃ: ৭-এর ক: প্র:)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

তা অবিলম্বে বাতিল করতে এবং অননুমোদিত বই পাঠ্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষক সমিতির বক্তব্য

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (আজাদ) সাধারণ সম্পাদক কাজী ফজলুল হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, তাদের সমিতির পক্ষ থেকে কিছু বই ছেপে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লাই-ব্রেরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। যাদের ইচ্ছে তারা কিনে নিয়ে এসব বই পড়াচ্ছেন। এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।